নিউইয়র্কে বাংলা উৎসব এবং হুমায়ূন আহমেদ

জসিম মলিক

১.

গত ২৬-২৮ জুন নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের পিএস-৬৯ অডিটরিয়ামে মুক্তধারা ফাইন্ডেশন আয়োজিত তিনদিনব্যাপী আর্ন্তজাতিক বাংলা উৎসব ও বইমেলা শেষ হলো। এটা ছিল বই মেলার ১৮ বছর। এবারের বইমেলার প্রধান আর্কষণ ছিলেন বরেণ্যে লেখক হূমায়ূন আহমেদ, হাসান আজিজুল হক এবং সমরেশ মজুমদারের উপিস্থিতি। এছাড়াও পূরবী বসু, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, দিলারা হাশেম, হাসান ফেরদৌস, মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু প্রমূখ লেখকরা উপস্থিত থেকে মেলার সৌন্দর্য বাড়িয়েছেন। এর বাইরেও কানাডা আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরো অনেক লেখক সাংবাদিক মেলায় যোগ দিয়েছেন। কানাডা থেকে এসেছেন ফেরদৌস নাহার, সুমন রহমান, সাইফুলাহ মাহমুদ দুলাল, অনন্ত আহমেদ, মাসুম রহমান, মঞ্জুর কাদির প্রমূখ। জার্মানী থেকে এসেছেন নাজমুননেসা পিয়ারী। অনন্যার প্রকাশক মনিরুল হক মেলায় এসেছেন এবার। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি বাংলা উৎসবের উদ্বোধন ঘোষনা করেন আর বই মেলা উদ্বোধন করেন হাসান আজিজুল হক।

মেলায় হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী শাওন ও পুত্র নিষাদকে নিয়ে উপস্থিতি আলাদা মাত্রা যোগ করে। তার ভক্ত পাঠকরা ছুটে আসেন তাকে দেখার জন্য। হুমায়ূন আহমেদ মানেই যে আলাদা কিছু তা আবার প্রমানিত হয়েছে। যে যত কথাই বলুক এটা তো সত্যি যে গত দুই যুগ ধরে মাত্র একজন লেখক বেষ্ট সেলার হয়ে আসছেন। প্রতি বছর সব লেখকের যা বই বিক্রী হয় হুমায়ূন আহমেদের একারই নাকি তা হয় বলে প্রকাশক সূত্রে জানা যায়। নাটক, চলচ্চিত্র বা গান সব শাখায়ই তিনি অনন্য। সম্প্রতি তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ’বলপয়েণ্ট’ প্রকাশিত হয়েছে, যা সাপ্তাহিক২০০০ এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদকে বললাম, বলপয়েন্ট আমার খুব চমৎকার লেগেছে। এখন সাপ্তাহিক২০০০এ প্রাকাশিত হচ্ছে ’কাঠপেন্সিল’। সেটাও চমৎকার লেখা। তিনি আমাকে বলপয়েন্ট বইটিতে একটা অটোগ্রাফ দিলেন।

২.

২৬ ও ২৭ জুন দুইদিনই হুমায়ূন আহমেদ মেলায় এসেছিলেন। প্রথম দিন মঞ্চে তাকে কিছু বলার জন্য বললে হুমায়ূন আহমেদ তার স্বভাবসুলভ ঢংয়ে বললেন, পৃথিবীতে দুটি বিরক্তিকর জিনিস

হচ্ছে বক্তৃতা শোনা ও বক্তৃতা দেয়া। এরপর তিনি একটি মজার গল্প শোনালেন শ্রোতাদের। গল্পটি বলা যাক..

"পুত্র নিষাদকে দিয়ে শুরু করি।

বইমেলা (২০০৮) শেষ হয়েছে। প্রকাশকরা লেখকের প্রাপ্য কপি দিয়ে গেছেন। বন্ধুবান্ধবদের বিলিয়েও ঘরভর্তি বই।

পুত্র নিষাদ প্রতিটি বইয়ের ফ্ল্যাপ খোলে। তার বাবার ছবি বের করে এবং 'এইটা আমার বাবা' বলে বিকট চিৎকার দেয়। তার এই চিৎকার আমার কানে মধু বর্ষন করে।

দুই বছর বয়সে হঠাৎ এক দুপুরে সে সমালোচকের কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ন হলো। আমাকে এসে বলল 'বাবা বই ছিড়ব'। আমাকে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি কখনও না বলব না।

আমি বললাম, ঠিক আছে বাবা বই ছেঁড়। সে কয়েকটা বই ছিঁড়ল এবং বুঝতে পারল, বই ছেঁড়া খবরের কাগজ ছেঁড়ার মতো এত সহজ না। তখন সে বলল, বাবা, তোমার বইয়ের ওপর আমি পিসু করব।

আমি আমার বইয়ের স্তুপের ওপর প্রত্রকে দাঁড় করিয়ে দিলাম। সে হাসিমুখে পিসাব করল। এখন আমার বন্ধুবান্ধবরা বই নিতে এলে প্রথমেই বলেন, পিসাব ছাড়া কোনও বই আছে? থাকলে দিন"

এদিকে নিষাদ মহা বিরক্ত করছিলো। এক পর্যায়ে কান্না জুড়ে দিলো। সে তার বাবা ছাড়া আর কারো কোলে যাবে না। হুমায়ূন আহমেদ যখন কথা বলছিলেন নিষাদ তখন তার কোলে।

আর একটি গল্প হচ্ছে ইমিগ্রেশন নিয়ে। "ইমিগ্রেশন অফিসার হু. আহমেদের সহকারীকে বললেন, ওপেন ইয়োর পেন। সে তো বুঝতে পারেনি। সে তার প্যান্ট খুলতে শুরু করলো। ইমগ্রেশন অফিসার ঘাবরে গিয়ে বললো প্যান্ট না, পেন, মানে কলম"।

২৮ জুন এক মনোজ্ঞ আলোচনা অনুিষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন হুমায়ূন আহমেদ, হাসান আজিজুল হক এবং সমরেশ মজুমদার। মডারেটররের দ্বায়িত্ব পালন করেন হাসান ফেরদৌস। হাসান আজিজুল হক বলেন, বাংলা সাহিত্যের চর্চা এখন সর্বত্রই হচ্ছে। বৃটেনে হচ্ছে, নিউইয়র্কে হচ্ছে। শুধু হচ্ছেনা কলকতায়। পশ্চিমবাংলায় বাংলা প্রসার ছোটো হয়ে আসছে। তাছাড়া প্রিন্ট মিডিয়া কখনও লুপ্ত হবে না। আর জীবন ঘনিষ্ট কথাটা শুনলে আমার গা জ্বলে ওঠে। যা হবার তা হবেই। কিছু করার নেই। সমরেশ মজুমদার বলেন, শতকরা ক'টা লোক কম্পিউটারে বাংলা পড়ে?

সমসাময়িককে মানুষ এখনও আন্তরিকভাবে গ্রহন করতে শেখেনি। হুমায়ূন আহমেদ বলেন, বাংলাভাষা অনেক শক্ত। সহজে উঠে যাবে না। আমার যখন যেটা করতে ইচ্ছে করেছে করেছি। টিভি নাটক লিখেছি, সিনেমা বানিয়েছি। বই লিখছি। মানুষ তার ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না। যা হবার তা হবে।

৩.

বাংলা উৎসব ও বইমেলায় দুই বাংলার শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এর মধ্যে ক্ষুদে গানরাজের ক্ষুদে শিল্পীরা মঞ্চ মাতিয়ে তোলেন। বিশেষ করে তুবা, জুয়েল, স্মরন, উদয়, নিলয়, আশা, ঝুমা এরা অনন্য। মেহের আফরোজ শাওন গেয়ে শোনান, কৃষ্ণ আইলো রাধার কুঞ্জে.. অথবা ভ্রমর কইয়ো গিয়া..প্রভৃতি জনপ্রিয় গান। ভারতের লোপা মুদ্রা মিত্রর গান শ্রোতদের মুগ্ধ করে। এছাড়া স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ, তাজুল ইমাম, উমা খান, সেলিনা, শহীদ হাসান প্রমুখ গান পরিবশেন করেন। আমি মনে করি হাজার হাজার টাকা খরচ করে বাংলাদেশের শিল্পীদের এনে চর্বিত চর্বন পরিবেশন করার চেয়ে স্থানীয় শিল্পীদের সুযোগ দিলে তারা অনেক ভালো করবে। যেমন নকুল কুমার বিশ্বাস তার নর্তন কুর্দন দিয়ে শ্রোতাদের বিরক্ত উৎপাদন করেছেন।

আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব উপলক্ষ্যে চমৎকার একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্মারকগ্রন্থের এবারের বিষয় ছিল বাংলা সাহিত্যে বিশ্বায়ন। ১৩০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে প্রায় ৫০টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এবারের মেলার সবচেয়ে খারাপ দিকটি ছিল বইয়ের দোকানের চেয়েও শাড়ি চুড়ির দোকানের আধিপত্য। উন্মুক্ত জায়গায় বইয়ের স্টল করার কারণে প্রথম দিন বৃষ্টিতে সব কিছু ধুয়ে মুছে যায়। তারপরও প্রবাসের কঠিন জীবনে প্রতিবছর এরকমন আয়োজন করার জন্য মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ সাহাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

jasim.mallik@gmail.com

Toronto